নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন

- উনবিংশ শতকে যেকজন ব্যাক্তি সমগ্র ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৯৯ – ১৮১৪ খ্রিঃ)। ঐতিহাসিক ডেভিড থমসন নেপলিয়নকে একজন চরম সুযোগসন্ধানী মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন । আসলে নেপোলিয়ন তৎকালীন ইউরোপীয় পরিস্থিতিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে তাকে ঠিকমত ব্যবহার করেছিলেন । তাই দেখা যায় একজন সাধারণ ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি শেষপর্যন্ত ফ্রান্সে ক্ষমতার শীর্ষে তথা ফরাসী সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ।

- নেপলিয়নের জন্ম থেকে ফরাসী সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে সংক্ষেপে তুলে ধরলে দেখা যায় –

1769 AD	• কর্সিকা দ্বীপের অ্যাজাক্সিও (Ajaccio) শহরে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন ।
1779	• সেনানী স্কুলে ভর্তি হন ।
1785	• ফ্রান্সের গোলন্দাজ (artillery) বাহিনীতে সহকারী লেফটেন্যান্ট হিসাবে যোগদান করেন ।
1793	• ব্রিটিশ অধিকার থেকে তুঁলো বন্দরকে মুক্ত করার সুবাদে পুরস্কার স্বরূপ ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নিত হন ।
1795	• ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র-বিরোধী অভ্যুত্থান (ভলাদেমিয়ার অভ্যুত্থান) -কে দমন করে মেজর জেনারেল পদে উন্নিত হন ।
1796	• জোসেফিন বুহারনে নামে এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন ।
1799	• প্রথম কনসাল হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ফ্রান্সে কনসুলেট শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন ।
1802	• প্রথম কনসাল পদে নেপোলিয়নের নিয়োগ স্থায়ী হয় ।
1804	• পোপ সপ্তম পায়াস কর্তৃক নটারদাম গীর্জায় আনুষ্ঠানিকভাবে নেপোলিয়ন ফ্রন্সের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন ।

- নেপোলিয়নের বর্ণবহুল কর্মজীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় –
১. ১৭৮৫ - ১৭৯৯ খ্রিঃ – এই সময় তিনি একজন সৈনিক থেকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে উন্নীত হয়েছিলেন ।

২. ১৭৯৯ – ১৮০৪ খ্রিঃ – এই সময়কালে তিনি ফ্রান্সে কনসুলেট শাসন প্রতিষ্ঠা করে একজন সংগঠক ও সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন।
৩. ১৮০৪ – ১৮১৪ খ্রিঃ – এই সময়পর্ব ছিল নেপোলিয়নের জীবনে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও চরম ব্যর্থতার কাল।

- বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের রাজনীতিতে নেপোলিয়নের উত্থানের পটভূমিকা তৈরি করেছিল দুটি বিষয় – ১. ফ্রান্সে ডাইরেক্টরীয় শাসনের দুর্বলতা ; ২. তৎকালীন যুদ্ধ পরিস্থিতি ও নেপোলিয়নের সামরিক কৃতিত্ব।

- ফ্রান্সে ডাইরেক্টরীয় শাসনের সূচনা হয়েছিল ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে এবং তা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র পাঁচ বছর। এই ডাইরেক্টরীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল পাঁচজন ডিরেক্টরের উপর। তবে এর সাথে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাও (Council of five hundred and council Ancients) ছিল। কিন্তু সেইসময় ফ্রান্সে চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধি ,ধর্মীয় ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি প্রথম থেকেই এই ডাইরেক্টরীয় শাসনকে সমস্যা জর্জরিত করে তুলেছিল এবং প্রশাসনিক গোলযোগও শুরু হয়েছিল। মুখ্য পাঁচজন প্রশাসকের সঙ্গে আইনসভার সমঝোতার অভাব ছিল। তাছাড়া ডাইরেক্টরীয় প্রশাসন অতিমাত্রায় সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিল। ডিরেক্টররা আভ্যন্তরীণ শাসনে সর্বদাই যে কোন বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে সেনাবাহিনীর সাহায্যেই স্তব্ধ করে দিতে সচেষ্ট থাকতেন। এমনকি আইনসভার সঙ্গে ডিরেক্টরদের বিরোধ উপস্থিত হলেও সেনাবাহিনীর প্রধান কর্তাব্যক্তিরাই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতেন। ফলে প্রশাসনে গণতান্ত্রিকতার পরিবর্তে সামরিক বাহিনীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা নেপোলিয়নের মতো সুদক্ষ সেনাপতির ক্ষমতায় উত্তরণের পথকে সহজ করে দিয়েছিল।

- বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে যুদ্ধই ছিল রাজনীতির একটি বৃহৎ অংশ। তাই সমকালীন ফ্রান্সের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ প্রসঙ্গে বিশেষ চিন্তাভাবনা পোষণ করত। ১৭৯৫ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত ডাইরেক্টরীয় শাসনপর্বেও ফ্রান্স বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। বলাবাহুল্য, এই যুদ্ধই নেপোলিয়নের খ্যাতি বৃদ্ধি করেছিল এবং ক্ষমতায় উত্তরণের পথকে মসৃণ করেছিল। ডিরেক্টরি আমলে নেপোলিয়ন মুখ্যত দুটি বৈদেশিক যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছিলেন যথাক্রমে ইতালি ও মিশরে এবং তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ড। তবে এই দুইটি অভিযানের মধ্যে ইতালি আভিযানই ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল।

ইতালি অভিযান – ডিরেক্টরি আমলে ১৭৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইতালি অভিযান ছিল বস্তুত অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করার ফ্রান্সের বৃহৎ পরিকল্পনার একটি অংশ। তবে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, বিপ্লবী যুদ্ধের হাওয়া সেইসময় ফ্রান্সকে আবৃত করে রেখেছিল। যুদ্ধের রাজনৈতিক দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ফ্রান্স সেই সময় ঘোষণা করেছিল যে, বিভিন্ন রাজ্যে সাধারাণ মানুষ যদি স্বাধীনতা চায়, তাহলে ফ্রান্স তাকে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব এবং সাহায্য অবশ্যই দেবে। বিপ্লবের এই প্রচার ফ্রান্সের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করেছিল এবং তারা অনেক সময়তেই ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ দাবী করেছিল। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফ্রান্স সীমান্তের ওপারে যতগুলি সম্ভব "ভগিনীসুলভ প্রজাতন্ত্র" বা Sister Republics প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বলাবাহুল্য নেপোলিয়নের ইতালি অভিযানে এই নীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

- বিপ্লবের যুগে ইতালি একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ছিল না, তা ছিল অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত এবং অস্ট্রিয়ার কুক্ষিগত। নেপোলিয়ন ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে এসে ফরাসী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রথমে সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করে একে একে লোম্বার্ডি, মিলান, পার্মা, মডেনা ও নেপলস দখল করেন এবং এই রাজ্যগুলির সমন্বয়ে জেনোয়াতে "লাইগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৯৬ খ্রীঃ)। এখানে ফ্রান্সের ধাঁচে একটি গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মধ্য ইতালির পোপের রাজ্যে পোপ ষষ্ঠ পায়াস নেপোলিয়নের সাথে সংঘাতে না গিয়ে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'টলেনটিনোর সন্ধি' স্বাক্ষর করে সমঝোতা করে নিয়েছিলেন। এরপর রোমানা, বোলোনা, ফেরেরা প্রভৃতি অঞ্চল ফরাসী

বাহিনীর অধিকারভুক্ত হয় এবং এই সকল স্থানের সমন্বয়ে মিলানকে কেন্দ্র করে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অধীনে ১৭৯৭ খ্রীঃ-এ 'সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন।

- সার্ডিনিয়া ও পোপের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের পরেই নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করেন এবং রিভোলির যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়াকে বাধ্য করেন **"ক্যাম্পোফোর্মিওর চুক্তি"** স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তি ছিল নেপোলিয়নের প্রথম ইতালি অভিযানের কষ্টলব্ধ, গৌরবজনক ফসল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী –

a) ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ডস, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও বেলজিয়াম লাভ করে।
b) অস্ট্রিয়া ইতালিতে ফ্রান্সের গঠিত 'সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র' ও 'লাইগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র'-কে স্বীকার করে নেয়।
c) ফ্রান্স অস্ট্রিয়াকে ভেনিস, ডালমাশিয়া প্রভৃতি প্রত্যার্পণ করে।

- নেপোলিয়ন ডিরেক্টরদের অধীনস্থ হয়েও তাদের অনুমতি নিয়ে ক্যাম্পোফোর্মিওর চুক্তি করেন নি ; এই চুক্তির শর্তগুলি তিনি নিজে নির্ধারণ করেছিলেন এবং চুক্তি সম্পাদনের পর তিনি শুধু নতুন ব্যবস্থাকে ডিরেক্টরদের জানিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে নেপোলিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধির ইঙ্গিতবাহী।

মিশর অভিযান – ফ্রান্স-বিরোধী প্রথম শক্তিজোট থেকে অস্ট্রিয়া সরে গেলে ফ্রান্সের প্রতিদন্দ্বীরূপে থাকে একমাত্র ইংল্যান্ড। তবে নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের নৌশক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তাই তিনি ব্রিটিশশক্তির উৎসকেন্দ্র অর্থাৎ উপনিবেশগুলির উপর আঘাত হানার লক্ষ্যে মিশর অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল –

a) মিশরকে একটি ফরাসী উপনিবেশে পরিণত করে এবং তাকে ভিত্তি করে ব্রিটেনের বাণিজ্য ধ্বংস করা।
b) মিশর থেকে আরব রাজ্যসমূহ ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে মারাঠাদের সাথে হাত মিলিয়ে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতারিত করা।
c) মিশর থেকে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে কনস্তান্তিনোপলে পৌঁছে, এশিয়াতে তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো করে দিয়ে সেখানে ফ্রান্সের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা।

- ফ্রান্সের ডিরেক্টরগণ এই 'প্রাচ্য' পরিকল্পনা অনুমোদন করলে নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরের অভিমুখে যাত্রা করেন। এই অভিযানে প্রথমে নেপোলিয়ন মাল্টা ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন এবং পিরামিডের যুদ্ধেও মিশরকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পরিস্থিতি অচিরেই নেপোলিয়নের প্রতিকূলে চলে যায় যখন ইংল্যান্ড পাল্টা আঘাত করে। ১৭৯৮ খ্রিঃ-এ আগস্ট মাসে নীলনদের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি নেলসনের কাছে ফরাসী বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। রাশিয়া ও তুরস্কও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চলে যায়। আসলে এই সময় যখন নেপোলিয়ন মিশর অভিযানে ব্যস্ত তখন অন্যদিকে ডিরেক্টরী প্রশাসন হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে হল্যান্ডকে বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্রে এবং সুইজারল্যান্ডকে হেলভেটিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করেছিল। এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের উদ্যোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিজোট গড়ে ওঠে, যাতে যোগ দেয় রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল ও নেপলস। এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

- মিশর অভিযানের ব্যর্থতার পর নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে ফিরে আসেন তখন ডিরেক্টরী শাসন সম্পর্কে ফরাসীবাসী উদাসিন ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শক্তিজোটের যুদ্ধ ডিরেক্টরীর জন্য এক বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে মিশর অভিযানের ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইতালি অভিযানের সাফল্যের সূত্রে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা তখনও ফ্রান্সে অক্ষুণ্ন ছিল। এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে অন্যতম ডিরেক্টর আবেসীয়েস তাঁর কূটনৈতিক জাল বিস্তার করে দুর্বল প্রশাসনের রদবদল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নেপোলিয়নও পরিস্থিতির গুরুত্ব

উপলব্ধি করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সামিল হন । এরই ফলশ্রুতিতে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৯ নভেম্বর (ব্রূমেয়ার ১৮, বিপ্লবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) ফ্রান্সে ডিরেক্টরী শাসনের অবসান হয় এবং নেপোলিয়নের নেতৃত্বে কনস্যুলেট শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য – কনস্যুলেট শাসন ব্যবস্থায় (১৭৯৯ – ১৮০৪ খ্রীঃ) ফ্রান্সে "অষ্টম বর্ষের সংবিধান" নামে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং নেপোলিয়ন-সহ আরও দু'জন কনসালের উপর শাসনভার অর্পিত হয়েছিল । নেপোলিয়ন ছিলেন সর্বশক্তিমান প্রথম কনসাল এবং অন্য দুই কনসাল ক্যামবাসেরেস (Cambaceres) ও লা ব্রূন (La Brun) ছিলেন বস্তুত প্রথম কনসালের আজ্ঞাবাহী মাত্র । এছাড়া একটি চার কক্ষযুক্ত আইনসভাও ছিল, কিন্তু তাঁর উপরও নেপোলিয়নের নিয়ন্ত্রন কায়েম ছিল । তাই ডেভিড থমসন মন্তব্য করেছেন যে, "কনস্যুলেট ছিল একটি প্রজাতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Republican Monarchy) । রাজতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ।"

- নেপোলিয়ন যখন প্রথম কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হন তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত দ্বিতীয় শক্তিজোট সক্রিয় ছিল । তাই কনস্যুলেটের প্রথম কাজ ছিল বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা এবং হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা । এরই প্রেক্ষিতে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার ইতালি অভিযানে রত হন । এই অভিযানে ফ্রান্সের সাথে অস্ট্রিয়ার দুটি যুদ্ধ হয়েছিল । প্রথমটি ছিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ম্যারেঙ্গার যুদ্ধ, যে যুদ্ধে অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং ফ্রান্সের সাথে পার্সডফের চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল । এরপর হোহেনলিন্ডের যুদ্ধেও অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৮০১ খ্রীঃ-এ "লুনেভিল-এর সন্ধি" স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল । বলাবাহুল্য, এই সন্ধি ছিল ক্যাম্পোফোর্মিওর চুক্তিরই পুনরাবৃত্তি।

- নেপোলিয়নের সাফল্য ইংল্যান্ডের উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । অন্যদিকে নেপোলিয়নও ইংল্যান্ডকে একটা জোর ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু নানাবিধ কারণে এই দুই শক্তিই একে অপরের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইছিল না । এরই পরিপেক্ষিতে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে **'এমিয়েন্সের চুক্তি '** (Treaty of Amiens) স্বাক্ষরিত হয় । এই চুক্তি অনুসারে ইংল্যান্ড সিংহল ও ত্রিনিদাদ ছাড়া সমস্ত বিজিত ঔপনিবেশিক অঞ্চল ফ্রান্স ও তার মিত্রদের ফিরিয়ে দেয় । বলাবাহুল্য, এই চুক্তি ছিল নেপোলিয়নের কূটনৈতিক সাফল্যের সূচক । এরফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত দ্বিতীয় শক্তিজোটের অবসান ঘটেছিল । অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এই চুক্তি ছিল আসলে একটি ' প্রতারণামূলক সমঝোতা ' (Deceitful truce), যা নেপলিয়নকে নিজের ঘর গুছিয়ে নেওয়ার কিছুটা সময় দিয়েছিল, তার বেশি কিছু নয় ।

- এমিয়েন্সের চুক্তির পর নেপোলিয়ন ইউরোপীয় যুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে বেশ কিছুসময় তিনি ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহতকরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন । ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাবজ্জীবনের জন্য প্রথম কনসাল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । এরপর ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সিনেটের প্রস্তাব মতো গণভোটের মাধ্যমে তিনি " ফরাসী জাতির সম্রাট " উপাধি ধারন করেন । এইভাবে ফ্রান্সে আবার বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় । এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে যে, যে ফরাসী জনগণ ফ্রান্স থেকে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে ১৭৮৯ খ্রীঃ-এ বিপ্লব সংগঠন করেছিল তারাই আবার প্রায় পনেরো বছর পর কেন আবার ফ্রান্সে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে। বলাবাহুল্য , ১৭৮৯ খ্রীঃ-এ ফ্রান্সে বুর্বোঁ রাজতন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক সংকট । কিন্তু বিপ্লবের পরেও ফ্রান্সে যেসব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের পক্ষেও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংকট মোচন সম্ভব হয় নি, যা ফরাসীবাসী কে হতাশ করেছিল । এছাড়া বিপ্লবের পর থেকে ফরাসীবাসী একাধিক রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল । সার্বিকভাবে ফ্রান্সের রাজনীতি ছিল অস্থির। ফরাসীবাসী এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাইছিল । এরই মাঝে নেপোলিয়নের কনস্যুলেট শাসন

ফরাসীবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল। তাই তারা শান্তির সন্ধানেই নেপোলিয়নকে সম্রাট হিসাবে মেনে নিয়েছিল এবং ফ্রান্সে আবার বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

- নেপোলিয়ন সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আবার দীর্ঘ ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৮০৪ খ্রীঃ থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর যুদ্ধ বিজয়, মৈত্রী ও দখলের মাধ্যমে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য গঠনের পালা। বলাবাহুল্য, এমিয়েন্সের চুক্তি একটি দুর্বল ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছিল। তাই দেখা যায় এই চুক্তির পরেই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রতিবেশী তথা 'উপগ্রহ' (satellite) রাজ্যগুলির উপর তাঁর কর্তৃত্ব আরও দৃঢ় করতে শুরু করেছিলেন। ইতিপূর্বেই লুনেভিল-এর চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তিনি সিজালপাইন প্রজাতন্ত্রকে সরাসরি ফরাসী অধিকারে নিয়ে এসে তাকে ১৮০২ খ্রীঃ-এ **"ইতালীয় প্রজাতন্ত্র"**-এ পরিণত করেছিলেন এবং নিজেই সেখানে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের ইচ্ছামত রদবদল করে বাস্তবে সুইজারল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব হরন করেছিলেন।

- নেপোলিয়নের এইসব কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতেই এমিয়েন্সের চুক্তির চোদ্দ মাস পরেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের শান্তির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের উদ্যোগেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে "তৃতীয় শক্তিজোট" গড়ে উঠেছিল এবং তাতে যোগ দিয়েছিল সুইডেন, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া। এই শক্তিজোট গঠনের কিছুদিন পরেই, অক্টোবর ১৮০৫-এ ফ্রান্স ইংল্যান্ডের সঙ্গে **ট্রাফালগারের যুদ্ধে** জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি এ্যাডমিরাল ভিলেনেউভ ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসনের কাছে পরাজিত হন। এরফলে ইংল্যান্ডের ওপর ফ্রান্সের সরাসরি আক্রমণের সম্ভাবনা বিলীন হয়।

- ট্রাফালগারের যুদ্ধের শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেপোলিয়ন ইংল্যান্ড ব্যাতীত তৃতীয় শক্তিজোটের অন্য রাজ্যগুলির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৮০৫ খ্রীঃ-এ অক্টোবর মাসে ফ্রান্স 'আলম্' (Ulm)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে 'অস্টারলিজ' (Austerlitz)-এর যুদ্ধে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যৌথবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এবং এরই প্রেক্ষিতে অস্ট্রিয়া অত্যন্ত অপমানজনক ফ্রান্সের সাথে প্রেসবার্গের (Pressburg) শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির ফলে জার্মানির উপর অস্ট্রিয়ার সীমানা সংকুচিত হয় এবং ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

- অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যৌথ শক্তিকে পরাজিত করার পর নেপোলিয়নের ঔদ্ধত্য প্রাশিয়াকে শঙ্কিত করেছিল। এর মধ্যে জার্মান রাজ্যের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রাশিয়া ফ্রান্সকে বাধা দিতে গিয়ে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে 'জেনা' (Zena) ও 'অস্টারডট' (Austerdt)-এর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বিজয়ী নেপোলিয়নের সাথে 'স্কনব্রান' (Schonbrunn)-এর চুক্তি স্বাক্ষর করে রাজ্যের কিছু অংশ ফ্রান্সকে দিতে বাধ্য হয়।

- অস্টারলিজের যুদ্ধে পরাজিত হলেও রাশিয়া আত্মসমর্পন করেনি, তাই নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া প্রথমে 'আইল্য' (Eylau)-এর যুদ্ধে ফরাসীদের কিছুটা অসুবিধায় ফেললেও শেষপর্যন্ত ১৮০৭ খ্রীঃ-এ ফ্রীডল্যান্ড (Friedland)-এর যুদ্ধে রাশিয়া ফরাসী বাহিনীর কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার নেপোলিয়নের সাথে **' টিলজিট-এর চুক্তি '** (Treaty of Tilsit, 1807) স্বাক্ষর করে মিত্রতাবদ্ধ হন। এই চুক্তিতে নেপোলিয়নকে "Emperor of the West" হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং পরিবর্তে রাশিয়ার সম্রাটকে নেপোলিয়ন "প্রাচ্যের সম্রাট" হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এছাড়া একটি গোপন শর্তে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া ফ্রান্সকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছিল। বলাবাহুল্য, টিলজিটের চুক্তি ছিল নেপোলিয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতার অভিব্যাক্তি।

- ১৮০৬-এর মধ্যে প্রায় সমগ্র ইউরোপের উপর নেপোলিয়নের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বেলজিয়াম, হল্যান্ড, উত্তর জার্মানি, পিডমন্ট, জেনোয়া এবং সুইজারল্যান্ড ফ্রান্সের সাথে যুক্ত হয়েছিল । তাঁর আশ্রিত রাজ্য হিসাবে অবশিষ্ট জার্মানি ও ইতালি, গ্র্যান্ড ডাচি অব ওয়ারশ এবং স্পেনের উপর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রন কায়েম হয়েছিল । সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের মিত্রতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল । ১৮০৭-এ রাশিয়াতেও নেপোলিয়নের মিত্রতামূলক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । শুধু তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে ছিল বলকান অঞ্চল এবং পর্তুগাল ও ইংল্যান্ড ।

  <u>ইউরোপের পুনর্গঠন</u> – অস্টারলিজ, জেনা ও ফ্রীডল্যান্ডের যুদ্ধ নেপোলিয়নকে আধুনিক যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমরকুশলী নেতা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল । টিলজিটের চুক্তির পর নেপোলিয়ন প্রকৃত অর্থেই ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছিলেন । নেপোলিয়ন শুধু রাজ্য জয় করেন নি, তিনি ফ্রান্সের চারপাশে অনুগত রাষ্ট্রের প্রাচীর গড়ে তোলার লক্ষ্যে অধিকৃত ইউরোপীয় ভূখন্ডের পুনর্গঠনের পরিকল্পনাও করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৭৯৭ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত ফ্রান্স ছিল প্রজাতন্ত্র, তাই সেই সময়কালে ফ্রান্সের উপগ্রহ রাজ্যগুলিতে নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ১৮০৪-এর পর ফ্রান্সে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যগুলিকেও রাজতন্ত্রে পরিণত করেছিলেন এবং সেখানে আপন আত্মীয় ও বিশ্বাসভাজন ব্যাক্তিদের ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও নেপোলিয়ন প্রাক-বিপ্লব পুরাতনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন নি ।

- নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের ফলে সার্বিক পরিবর্তন ও সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল ইতালি ও জার্মানির রাজ্যগুলিতে । ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন " ইতালীয় প্রজাতন্ত্র "কে নতুনভাবে **" ইতালীয় রাজ্য "** বা " কিংডম অব ইতালি " হিসাবে নামাঙ্কিত করে নিজেই ইতালীয় রাজ্যের রাজমুকুট ধারণ করেছিলেন । সেখানে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন জোসেফিন-এর পুত্র ইউজিনি বুহারনে । এছাড়া ১৮০৬ খ্রীঃ-এ দক্ষিণ-ইতালীয় প্রজাতন্ত্রকে, যা নেপোলিয়ন নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাতিল করে দক্ষিণ ইতালিতে নেপলস রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখানে সিংহাসনে বসেন নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্ট ।

- নেপোলিয়ন প্রেসবার্গের চুক্তির ভিত্তিতে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে মধ্য ইউরোপের রাজ্য ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করেছিলেন । বলাবাহুল্য, নেপোলিয়ন জার্মান রাজ্যগোষ্ঠীতে ফ্রান্স এবং ফরাসী সম্রাটের বিশেষ স্থান বজায় রেখে জার্মানিকে পুনর্গঠন করার পরিকল্পনা করেছিলেন । যাইহোক, পূর্বে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বাধীন জার্মানি ছিল আসলে একটি ' ভৌগলিক সংজ্ঞা ' মাত্র । ১৮০৬-এ নেপোলিয়ন জার্মানির পশ্চিমাংশে কয়েকটি রাজ্যের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন **' কনফেডারেশন অব দা রাইন '** (Confederation of the Rhine) নামক একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ। ব্যাভেরিয়া, উটেনবার্গ, স্যাক্সনি, ব্যাডেন-সহ দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির ১৩ টি গৌণরাজ্য এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য বন্ধন ছিন্ন করে নেপোলিয়নকে তাদের <u>' প্রোটেক্টর '</u> রূপে গ্রহণ করেছিল । প্রসঙ্গত, এর পরেই অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস তাঁর পবিত্র রোমান সম্রাট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন ।

- নেপোলিয়ন জার্মানির উত্তরাংশে প্রাশিয়ার ভাঙন সুনিশ্চিত করার জন্য এলব্ নদীর পশ্চিম তীরস্থ হ্যানোভার, স্যাক্সনি, হেমফেলেস প্রভৃতি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন **'ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য'**। এবং সেখানকার রাজপদে বসিয়েছিলেন নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেরোম-কে । এছাড়া নেপোলিয়ন প্রাশিয়-পোল্যান্ড ও রাশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন **' গ্রান্ড ডাচি অব ওয়ারশ '** নামক নতুন রাজ্য । এই রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্যাক্সনিকে ।

- নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ইতালি ও জার্মানি কেবল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পায় নি। এই নবগঠিত সাম্রাজ্যব্যবস্থা ঐ দুটি বিচ্ছিন্ন রাজ্যকে মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রজীবনের আস্বাদ পেতে সাহায্য করেছিল। এই অর্থে নেপোলিয়ন একদিকে যেমন ছিলেন বিদেশী দখলদার, অন্যদিকে তিনিই ছিলেন ইতালি ও জার্মানির নব্য জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা।

সময় সরণী

1795 AD	• ফ্রান্সে ডিরেক্টরি শাসনের সূচনা।
1796	• নেপোলিয়ন ইতালিতে লাইগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।
1797	• নেপোলিয়ন ও পোপ ষষ্ঠ পায়াসের মধ্যে টলেনটিনো সন্ধি স্বাক্ষর। • ইতালিতে সিজালপাইন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। • ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ক্যাম্পোফোর্মিও চুক্তি স্বাক্ষর।
1798	• নীলনদের যুদ্ধে ইংল্যান্ডের কাছে নেপোলিয়নের পরাজয়।
1799	• ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিজোট গঠন। • ফ্রান্সে কনস্যুলেট শাসনের সূচনা।
1800	• ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ম্যারেঙ্গার যুদ্ধ।
1801	• ফ্রান্সের সাথে অস্ট্রিয়ার লুনভিলের চুক্তি স্বাক্ষর।
1802	• ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে এ্যমিয়েন্সের সন্ধি স্বাক্ষর। • ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
1805	•ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সাথে আলম ও অস্টারলিজের যুদ্ধ। •ফ্রান্সের সাথে অস্ট্রিয়ার প্রেসবার্গের চুক্তি সম্পাদন। •ইতালীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
1806	• ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে জেনা ও অস্টারডট-এর যুদ্ধ। • ফ্রান্সের সাথে প্রাশিয়ার স্কনব্রান-এর চুক্তি সম্পাদন। •নেপলস রাজ্য প্রতিষ্ঠা। • কনফেডারেশন অব রাইন প্রতিষ্ঠা।
1807	• ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার ফ্রীডল্যান্ডের যুদ্ধ। • ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার টিলজিটের চুক্তি সম্পাদন।

Suggested Readings :

1. David Thomson – Europe since Napoleon

2. সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী – ইউরোপের ইতিহাস

3. চিত্রা অধিকারী -আধুনিক ইউরোপের বিন্যাস ও বিবর্তন (১৭৮৯ – ১৯১৯)